MANIKCHAK COLLEGE

ESTD-2014

Mathurapur, Malda

Department of Bengali

Semester –VI (General)

Course Code – 504

Course Type – SEC-2

Name of the Project

"বিশ শতকের কবিতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়"

Submitted by

Name:

.....

Roll ..... No. .....

Registration No

.....

“বিশ শতকের কবিতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়”

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই কাজটি করতে গিয়ে অনেক গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। মানিকচক কলেজের লাইব্রেরী সবসময়ই বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। সাহায্য করেছেন আমাদের অধ্যাপক গৌতম সরকার, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, অধ্যাপক মোঃ সাদেকুল ইসলাম এবং শ্রী নিমাই চন্দ্র পল মহাশয়। তাঁরা নিরন্তর তথ্য যোগানে সাহায্য করেছেন। তাঁদেরকে নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

'বিশ শতকের কবিতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়' বিষয়ের উপর প্রকল্পটি তৈরি করতে বেশ কিছু অনলাইন কাগজ, ওয়েবপেজের সাহায্য নিতে হয়েছে। বিশেষত উকিপিডিয়া।

সূচি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম জীবন

সাহিত্যিক জীবন

নীললোহিত নামে সুনীল

টিভি এবং চলচিত্র

সম্মাননা

কবিতা

গ্রন্থপঞ্জি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

(৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ - ২৩ অক্টোবর ২০১২)

বিশ শতকের শেষভাগে সক্রিয় একজন প্রথিতযশা বাঙালি সাহিত্যিক। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্ববর্তী চার দশক তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসাবে সর্ববৈশ্বিক বাংলা ভাষার জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন। বাংলা ভাষায় এই ভারতীয় সাহিত্যিক একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটো গল্পকার, সম্পাদক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট হিসাবে অজস্র স্মরণীয় রচনা উপহার দিয়েছেন। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জীবনানন্দ-পরবর্তী পর্যায়ের অন্যতম প্রধান কবি। একই সঙ্গে তিনি আধুনিক ও রোমান্টিক। তার কবিতার বহু পঙ্‌ক্তি সাধারণ মানুষের মুখস্থ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় "নীললোহিত", "সনাতন পাঠক", "নীল উপাধ্যায়" ইত্যাদি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের মাদারীপুরে। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৫৩ সাল থেকে তিনি কৃত্তিবাস নামে একটি কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ একা এবং কয়েকজন এবং ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম উপন্যাস আত্মপ্রকাশ প্রকাশিত হয়। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই হল আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি, যুগলবন্দী (শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে) হঠাৎ নীরার জন্য, রাত্রির রঁদেভূ, শ্যামবাজারের মোড়ের আড্ডা, অর্ধেক

জীবন, অরণ্যের দিনরাত্রি, অর্জুন, প্রথম আলো, সেই সময়, পূর্ব পশ্চিম, ভানু ও রাণু, মনের মানুষ ইত্যাদি। শিশুসাহিত্যে তিনি "কাকাবাবু-সন্তু" নামে এক জনপ্রিয় গোয়েন্দা সিরিজের রচয়িতা। মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তিনি ভারতের জাতীয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠান সাহিত্য অকাদেমি ও পশ্চিমবঙ্গ শিশুকিশোর আকাদেমির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রথম জীবন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম মাদারীপুর জেলায়, কালকিনি থানার মাইজপাড়া গ্রামে। বর্তমান যা বাংলাদেশের অন্তর্গত। জন্ম বাংলাদেশে হলেও তিনি বড় হয়েছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। পড়াশোনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাবা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। ব্যাংকের পিয়নের চেয়েও স্কুল মাস্টারের বেতন ছিল কম। সুনীলের মা কখনোই চাননি তার ছেলে শিক্ষকতা করুক। পড়াশুনা শেষ করে কিছুদিন তিনি অফিসে চাকুরি করেছেন। তারপর থেকে সাংবাদিকতায়। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান মি. পলেন কলকাতায় এলে সুনীলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সেই সূত্রে মার্কিন মুলুকে গেলেন সুনীল ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে। ডিগ্রি হয়ে গেলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপগ্রন্থাগারিক হিসাবে কিছুদিন কাজ করেন সুনীল

সাহিত্যিক জীবন

সুনীলের পিতা তাকে টেনিসনের একটা কাব্যগ্রন্থ দিয়ে বলেছিলেন, প্রতিদিন এখান থেকে দুটি করে কবিতা

অনুবাদ করবে। এটা করা হয়েছিল এ জন্য যে তিনি যেন দুপুরে বাইরে যেতে না পারেন। তিনি তা-ই করতেন। বন্ধুরা যখন সিনেমা দেখত, সুনীল তখন পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করে দুপুরে কবিতা অনুবাদ করতেন। অনুবাদ একঘেয়ে হয়ে উঠলে তিনি নিজেই লিখতে শুরু করেন।

নীললোহিত নামে সুনীল

নীললোহিত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম। নীললোহিতের মাধ্যমে সুনীল নিজের একটি পৃথক সত্তা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। নীললোহিতের সব কাহিনিতেই নীললোহিতই কেন্দ্রীয় চরিত্র। সে নিজেই কাহিনিটি বলে চলে আত্মকথার ভঙ্গিতে। সব কাহিনিতেই নীললোহিতের বয়স সাতাশ। সাতাশের বেশি তার বয়স বাড়ে না। বিভিন্ন কাহিনিতে দেখা যায় নীললোহিত চির-বেকার। চাকরিতে ঢুকলেও সে বেশিদিন টেকে না। তার বাড়িতে মা, দাদা, বৌদি রয়েছেন। নীললোহিতের বহু কাহিনিতেই দিকশূন্যপুর বলে একটি জায়গার কথা শোনা যায়। যেখানে বহু শিক্ষিত, সফল কিন্তু জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ মানুষ একাকী জীবনযাপন করেন।

টিভি এবং চলচ্চিত্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্প-উপন্যাসের কাহিনি চলচ্চিত্রে রূপায়ণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত অরণ্যের
দিনরাত্রি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী উল্লেখযোগ্য।
এছাড়া কাকাবাবু চরিত্রের চারটি কাহিনি সবুজ দ্বীপের রাজা, কাকাবাবু হেরে গেলেন? মিশর

রহস্য এবং পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। হঠাৎ নীরার জন্য তার চিত্রনাট্যে নির্মিত আরেকটি ছবি।

সম্মাননা

২০০২ সালে সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা শহরের শেরিফ নির্বাচিত
হয়েছিলেন। ১৯৭২ ও ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে আনন্দ পুরস্কার এবং ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি।

কবিতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'নীরা' জন্য বেশ পরিচিত। তাঁর কবিতার মানস নারী এই নীরা। তাকে নিয়ে কখনও আবেগপ্রবণ প্রেমি হয়ে উঠেছেন...

নীরা তুমি...

নীরা, তুমি নিরন্নকে মুষ্টিভিক্ষা দিলে এইমাত্র

আমাকে দেবে না?

শ্মশানে ঘুমিয়ে থাকি, ছাইখাই ভস্ম-, গায়ে মাখি

নদীদিন কাটে সহবাসে-

এই নদী গৌতম বুদ্ধকে দেখেছিল

পরবর্তী বারুদের আস্তরণও গায়ে মেখেছিল

এই নদী তুমি!

বড় দেরি হয়ে গেল, আকাশে পোশাক হতে বেশি
বাকি নেই

শতাব্দীর বাঁশবনে সাংঘাতিক ফুটেছে মুকুল

শোনোনি কি ঘোর দ্রিমি দ্রিমি?

জলের ভিতর থেকে সমুত্থিত জল কথা বলে

মরুভূমি মেরুভূমি পরস্পর ইশারায় ডাকে

শোনো, বুকের অলিন্দে গিয়ে শোনো

হে নিবিড় মায়াবিনী, ঝলমলে আঙুল তুলে দাও।

কাব্যে নয়, নদীর শরীরে নয়, নীরা

চশমাব মুখখানি খোলা-বৃষ্টিজলে ধুয়ে

কাছাকাছি আনো

নীরা, তুমি নীরা হয়ে এসো!

তার একটি বিখ্যাত কবিতা হল – ‘কেউ কথা রাখেনি’

কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো কেউ
কথা রাখেনি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমি তার আগমনী গান হঠাৎ
থামিয়ে বলেছিলো
শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে
তারপর কত চন্দ্রভুক অমবস্যা এসে চলে গেল,
কিন্তু সেই বোষ্টুমি আর এলো না
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি ।

মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলী বলেছিল, বড় হও দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
সেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর খেলা করে !
নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো ? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁরে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায় তিন প্রহরের বিল দেখাবে?

...

গ্রন্থপঞ্জি

১। www.wikipedia.com

২। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ১৯৯৭। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। কলকাতা; দে'জ পাবলিশিং।

৩। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। সুনীলের নীরা। কলকাতা; সিগনেট প্রেস।